46

দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

কারো শাস্তি হয়নি

স্বাধীনতার পর ৬বার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৬বার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে গঠিত তদন্ত কমিটি শুধুমাত্র একটি ঘটনার ব্যাপারে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে পারলেও অন্য সব ঘটনায় কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের গড়িমসি, রাজনৈতিক চাপ এবং সরকার পরিবর্তনের কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, এসএসসি পরীক্ষায় ৪বার, এইচএসসি পরীক্ষায় একবার এবং ডিগ্রি পরীক্ষায় একবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে ১৯৮০ সালে এইচএসসি পরীক্ষার দুটি বিষয় এবং চলতি এসএসসি পরীক্ষার একটি বিষয়ে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে ১৯৮০ সালের এসএসসি পরীক্ষায়। এ ঘটনায় ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত তদন্ত কমিটি সাভারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদঘাটন করে। সাভার থানার একটি ব্যাংকের ম্যানেজার ও ২ জন শিক্ষক এই প্রশ্নপত্র

(৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

স্বাধীনতার পর ৬বার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিলেও রাজনৈতিক চাপের কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি বলে উক্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। এছাড়া ১৯৭৯ এবং ১৯৯০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে এবং চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় দেশব্যাপী প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটে। গঠিত তদন্ত টীম কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণ উদঘাটন করে দোষী ব্যক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেও সরকার পরিবর্তন জনিত কারণে সে সময় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। চলতি এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস (ভুলক্রমে প্রথমপত্রের দিন দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন বিলি করায়) জনিত কারণে বাতিল হলেও অন্যান্য পরীক্ষা যথারীতি চলছে এবং ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা বিভাগের এই প্রবীণ কর্মকর্তা আরও জানান, ১৯৮০ সালে এইচএসসি পরীক্ষার পদার্থ বিজ্ঞান ও পৌরনীতি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সত্যতা প্রমাণের পর পরীক্ষা দুটি বাতিল করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিলেও সে রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি এবং কোন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়নি। এছাড়া ১৯৯৬ সালের শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষার হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন ঢাকার একটি কলেজ কেন্দ্রে ফাঁস হয়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্ত করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস খুঁজে না পাওয়ায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত দুষ্ট চক্রটির সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা আশকারা পেয়েছে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই জঘন্য ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত বলে দেশবাসী মনে করেন।